দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 MAR 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

059

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন

উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সুপারিশ করেছেন শিক্ষা সচিব। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার জন্যে তিনি উপজেলা পরিষদগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয়ভাবে এ ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচনার দাবী রাখে। বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা শেষ হচ্ছে। কিন্তু সে পর্যায়ে স্কুলভিত্তিক পরীক্ষা ততটা গুরুত্ব পায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যাচাই, তাদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের অনুকূল তা নয়। কেন্দ্রীয়ভাবে শেষ পর্বের পরীক্ষা হলে তা পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা দীর্ঘকাল থেকে সংকটগ্রস্ত। সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত প্রয়াসের অভাবে এক্ষেত্রে এখনো বিশেষ কোন অগ্রগতি হয়নি। সমস্যাটা শিক্ষা সচিবের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। দেশে বর্তমানে স্কুলে পড়ার যোগ্য ছেলেমেয়ের সংখ্যা দেড় কোটি। এরমধ্যে ৯০ লাখ স্কুলে যাচ্ছে। বাকী ৬০ লাখ স্কুলে ভর্তিই হতে পারছে না। স্কুলে যারা ভর্তি হচ্ছে তাদেরও শতকরা ৭৫ ভাগই পঞ্চম শ্রেণী পার হওয়ার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এটা সরকারী হিসাব। প্রকৃতপক্ষে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম হতে পারে। কেননা বিদ্যালয়ের খাতায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হয় বলে সাধারণভাবে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি সরকারী হিসাবকে সত্য বলে ধরে নিলেও পরিস্থিতিকে মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজমান গভীর সংকটেরই এটা প্রতিফলন।

শিক্ষায় আমাদের দেশ এখনো রয়েছে অনেক পিছিয়ে। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষার হার যেখানে ছিল ২১ শতাংশ, এত বছর পরেও তা বিশেষ একটা বাড়েনি। সরকারীভাবে ২৬ শতাংশ বলা হলেও আসলে এখনো এ হার অনেক কম বলে বেসরকারীভাবে দাবী করা হয়। শিক্ষা প্রসারে এ পর্যন্ত যে প্রয়াস নেয়া হয়েছে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তা তেমন কোন কার্যকর ফল দিতে পারেনি। বয়স্ক শিক্ষার নামে দেশে এক সময়ে হুলুল হৈ চৈ হয়েছে; কিন্তু তাতে অর্থ ব্যয়ই সার হয়েছে, ফল কিছু হয়নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা এত পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় পর্যায়ে যতটা গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল ততটা গুরুত্ব পায়নি। এ ব্যাপারে উদ্যোগ যতটুকু নেয়া হয়েছে তাও সফল হতে পারেনি অব্যবস্থা ও অদূরদর্শিতার কারণে। শিক্ষার হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যে কর্মসূচী নেয়া হয়েছে তা সফল না হওয়ার কারণও একই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নের কর্মসূচী লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এখনো বহু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন দারুণভাবে পিছিয়ে রয়েছে। সরকারী ব্যবস্থাপনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এর প্রতিকার ব্যবস্থা জরুরীভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের জন্যে এ সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর সাথে সাথে এর শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য না হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ছেড়ে দেয়ার জন্য সার্বিক অর্থনৈতিক সমস্যা প্রধান কারণ। স্কুলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি ও অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি রাতারাতি সম্ভব বলে মনে হয় না। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত না হয়েও শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়ন উভয়ই আশা করা যায়।